শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতিকে আনন্দময় করণ

মিনহাজুল আবেদীন

"এ ভাবে মেঝেতে বসে আমরা পড়ব না"
"তোমরা কিভাবে পড়তে চাও?"
"আমরা ডেস্ক চাই, বেঞ্চ চাই"

ওস্তাদজী ভাবলেন, এদের দাবী পূরণ না করলে তারই সমস্যা। তার সংসার চলে এদের পড়িয়ে যে রোজগার হয়, তা দিয়ে। এরা মক্তব ছেড়ে চলে গেলে তার বদনামও কিছু কম হবে না। তিনি ডেস্ক এবং বেঞ্চের ব্যবস্থা করলেন। উপরের কথোপকথনটি ছিল তুরস্কের একটি মক্তবের শিক্ষার্থী কামাল (পরবর্তীতে মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক) ও তার ওস্তাদজীর। যদিও ওস্তাদজী প্রতিবাদী কামালের দাবী মেনে নিয়েছিলেন; সেটা তার সংসারের কথা চিন্তা করে শিক্ষার্থীদের হাঁটুর ব্যাথার কথা চিন্তা করে আরামদায়ক পরিবেশ সৃষ্টির নিমিত্তে নয়।

আগামী দিনের ভবিষ্যৎ ও জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ-ই হলো আজকের শিশু। তাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে, তাদের সুখী করতে হবে। তাদের ধারন ক্ষমতা অনুযায়ী স্বাচ্ছন্দ পরিবেশে শিক্ষা দিলেই সে একদিন কালজয়ী বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠবে। আনন্দের মাঝেই শিশুর শিক্ষা জীবনের অবস্থান; কঠোর শাসন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিকূল পরিবেশ, শিশুর শিক্ষা জীবনকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়। শিশুর মনের আনন্দই তার দেহ মনের শক্তির প্রধান উৎস। আনন্দময় ও শিশু বান্ধব পরিবেশ ছাড়া শিশুর সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ অসম্ভব। সুতরাং শিশু শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে Joyful learning।

শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির বিবর্তন

আবহমানকাল হতেই শিক্ষাগ্রহণে শিক্ষক কেন্দ্রিক বক্তৃতা পদ্ধতিটিই চলে আসছে। এখানে শেখানোর কাজটি শিক্ষকের এবং শেখার কাজটি শিক্ষার্থীর। এ পদ্ধতির ক্ষেত্রে যে ভাববাদী দর্শন কাজ করে তা হলো গুরুই সবকিছু জানেন শিক্ষার্থী কিছুই জানে না, শিক্ষকের মাথা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় পূর্ণ, অন্যদিকে শিক্ষার্থীর মাথা একেবারেই শূন্য। শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের বিশাল ভান্ডার হতে প্রদত্ত জ্ঞান দিয়ে তাদের খালি মগটি পূর্ণ করে নিবে। এটিই শিক্ষা বিজ্ঞানে বহুল প্রচলিত জগ-মগ তত্ত্ব (Jug and Mug Theory) যেটি আধুনিক শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সমর্থন করে না। অনন্তর প্রয়োগবাদী দার্শনিকরা মনে করেন যে কোন বয়সের হোক না কেন, শিশু কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জন্মায়, তাই উনিশ শতকের শুরু থেকেই শিক্ষার্থীর মেধাকে স্বীকৃতি দিয়েই শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রবর্তিত হয়। উল্লেখ্য যে ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ আমলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার আগে যে টোল ও মক্তব ভিত্তিক শিক্ষা চালু ছিল তাতে একজন শিক্ষকই একটি প্রতিষ্ঠান চালাতেন।

হাল আমলে এসে ইতালীর চিকিৎসক এবং শিক্ষাবিদ মারিয়া মন্টেসরি শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক সামর্থ, আগ্রহ, মনোযোগ ও অবসাদ বিবেচনা করে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির প্রয়োগ করেন যেখানে শিক্ষার নান্দনিকতা ও সৃজনশীলতাকে প্রাধান্য দেয়া হয়। এ পদ্ধতিতে শিক্ষক হলেন ফ্যাসিলেটর তারা কেবল পথ বাতলিয়ে দেন; শিক্ষার্থীরা নিজে-শেখে। মন্টেসরিকে মাথায় রেখেই কে. জি স্কুলের সূচনা হয়। এখানে শিক্ষার উপকরণ বাস্তবভিত্তিক। যেমন আমরা প্রথমে ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যাগুলো বইয়ে দেখে শিখি পরে লিখি ও গুণে দেখি, মন্টেসরি পদ্ধতিতে সরাসরি আগে গুনতে হয়। গুগলের দুই সহ-প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি পেজ ও সার্জি বিন, আমাজনের সিইও জেফ বেজোস, উইকিপিডিয়ার জিমি ওয়েলস ও নোবেল জয়ী গাব্রিয়েল গার্সিয়া এই পদ্ধতিতে শিক্ষিত। মন্টেসরি পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শিশুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ও স্বয়ংক্রিয় শিক্ষা।

আনন্দময় শিক্ষা; পরিচিতি ও পরিমিতি

আনন্দময় শিক্ষা তথা Joyful learning নিয়ে আলোচনা করতে হলে Education সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকতে হবে। Education শব্দটির মূল উৎস ল্যাটিন ভাষায় ৩টি মৌলিক শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। একটি হলো Educare যার অর্থ হলো লালন করা, পরিচর্যা করা, প্রতিপালন করা। অর্থাৎ শিশুকে আদর যত্নের মাধ্যমে পরিপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য সক্ষমতা ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করার নামই হলো শিক্ষা। পূর্বে শিক্ষা বলতে শিশুকে নিয়ন্ত্রণ ও শাসন করা বুঝাতো। শিশুকে নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার মধ্যে রেখে বিদ্যা দান করার যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তা আধুনিক শিক্ষাবিদদের নিকট শুধুই সংকীর্ণ শিক্ষা। শিশুর অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলোর সুষম বিকাশের লক্ষ্যে আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষা দানই হলো প্রকৃত শিক্ষা; জোর করে চাপানো শিক্ষা নয়। শিক্ষার্থীর শিক্ষাকাল একটা মানসিক ভ্রমণ অবস্থা। পরিবেশ পেলেই ভ্রুমনটি বিকশিত হবে। ভীতিকর ও বিষাদময় পরিবেশ নয়; আনন্দঘন পরিবেশে থাকতেই শিশুরা স্বাচ্ছন্দবোধ করে। শিশুরা শিখবে আনন্দের মাধ্যমে, ইচ্ছেমতো ঘুরে ফিরে, কল্পনার ফানুস উড়িয়ে, খেলাধুলার মাধ্যমে মনের অজান্তে। শিখবে পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজ থেকে একান্ত নিজেদের মতো করে। আনন্দ ছাড়া শিশুরা বিদ্যার্জনে আগ্রহী হবেই না। আনন্দের মাঝেই লুকিয়ে থাকবে তার শিক্ষা।

- প্রখ্যাত ফরাসী দার্শনিক জ্যাঁ জ্যাঁক রুশো বলেছেন "Education is the Child's development from with in" - অর্থাৎ "শিক্ষা হলো শিশুর স্বতস্ফূর্ত আত্মবিশ্বাস"
- শিক্ষাবিদ থমসন বলেন, "শিক্ষা হলো শিশুর উপর পরিবেশের প্রভাব, যে প্রভাবের দ্বারা শিশুর বাহ্যিক আচরণ, চিন্তাধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গির স্থায়ী পরিবর্তন হয়।"
- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন "আনন্দহীন শিক্ষা, শিক্ষা নয়, যে শিক্ষায় আনন্দ নেই, সেই শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা হতে পারে না।"
- আনন্দহীন শিক্ষা নিয়ে তিনি আরো বলেছেন, "অন্যদেশের ছেলে যে বয়সে নবাগত দন্তে আনন্দমনে ইক্ষু চর্বন করিতেছে বাঙালির ছেলে তখন স্কুলের বেঞ্চির উপর কোঁচা সমেত দুইখানি শীর্ণ খর্ব চরণ দোদুল্যমান করিয়া শুধুমাত্র বেত হজম করিতেছে। মাষ্টারের কটু গালি ছাড়া তাহাতে আর কোনরূপ মশলা মিশানো নাই।"

একজন শিক্ষক: আনন্দময়করণের মূল নায়ক

শিক্ষার্থীকে শেখানোর মূল চালিকা শক্তি হলেন শিক্ষক। শিক্ষকের উপরই বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র ছাত্রীর ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। সুতরাং একজন শিক্ষককে একাধারে মনোবিজ্ঞানী শিক্ষাগুরু পিতা-মাতা ও অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতে হবে। একজন সুনিপূণ মিস্ত্রি হিসেবে শিশুর মানবাত্মা গঠন করতে হবে। একজন আদর্শ মানের শিক্ষক সম্পর্কে কবি গোলাম মোস্তফা বলেন -

"সকলে মোরা নয়ন ফুটাই আলো জ্বালি সব প্রাণে
নব নব পথ চলিতে শেখাই জীবনের সন্ধানে
পরের ছেলেরে এমনই করিয়া শেষে
ফিরাইয়া দেই পরকে আবার অকাতরে নিঃশেষে
পিতা গড়ে শুধু শরীর, মোরা গড়ি তার মন,
পিতা বড় কি বা শিক্ষক বড় বলিবে সে কোন জন?"

কোন শিক্ষককে যদি শিক্ষার্থীরা ভয় পায়, তবে তিনি পাঠদানে অযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়াই স্বাভাবিক। শিক্ষার্থীর মন কোমল, ভীতিপ্রদ ও সৃজনশীল। একজন আদর্শ শিক্ষকের কাজ শিশুর মনের ভীতি দূর করে সৃজনশীল কাজে তাদের সহায়তা করা। যেহেতু শিশুর জীবন দলছুট হরিণের মতো, তার মন চায় নীল আকাশের নিচে উন্মুক্ত জীবন: যেখানে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম শৃঙ্খলা থাকবে না। এক্ষেত্রে শিক্ষকের মূল কাজ হচ্ছে শিশুর মাঝে মুক্ত চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে সঠিক পথে পরিচালিত করা।

ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে "No system of education is better than it's teacher"

শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতিকে আনন্দময়করণে একজন শিক্ষকের করণীয়সমূহ

- সর্বপ্রথম নিজেকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে হবে। যাতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে অপরপক্ষ না ভেবে তাদেরই একজন ভাবতে পারে।
- শ্রেণিকক্ষে সহজভাবে সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপনের পদ্ধতি আগে থেকেই চিন্তা করতে হবে। কঠিন বিষয়গুলো উদাহরণসহ আলোচনা করতে হবে।
- শিক্ষাগ্রহণকে আনন্দময় করণের কৌশল রপ্ত করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে নাটকীয় ভঙ্গিমায় চিত্তাকর্ষক পাঠদান করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হবে।
- শিক্ষককে ব্যক্তিত্ব অক্ষুন্ন রেখে বন্ধুর মতো আচরণ করে শিক্ষার্থীদের সাথে মিশে যেতে হবে, ভাব প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। সার্বিকভাবে শিক্ষার্থীদের মনের কোঠায় এমনভাবে জায়গা করে নিতে হবে যাতে কোন দিন শিক্ষক না আসলে শিক্ষার্থীরা তার অনুপস্থিতি অনুভব করে।
- থর্নাইডকের প্রস্তুতি সূত্র অনুযায়ী শিশুর দেহ মন প্রস্তুত না থাকলে তাকে প্রস্তুত করে নিতে হবে। জানা থেকে অজানায় সহজ থেকে কঠিন এভাবে শিক্ষা দিতে হবে।
- ক্লাসের শুরুতে পাঠদানের বিষয়ের সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরতে হবে এবং শেষে সারসংক্ষেপ বলতে হবে। গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের সমগ্রতাবাদ তা-ই বলে।
- অনগ্রসর সহ সকল শিক্ষার্থীদের প্রতি এবং ক্লাসের সময়ের প্রতি মনোযোগী থাকতে হবে।
- নাম না ধরে ভুল সংশোধন করতে হবে। আর শাস্তি প্রদান করতে হবে ইতিবাচক। কেউ বাড়ির কাজ না নিয়ে আসলে তাদেরকে ক্লাস শেষে বসিয়ে 'হোমওয়ার্ক' করালে তারা চাইবে না যে এভাবে ক্লাস শেষে প্রত্যহ অতিরিক্ত সময় স্কুলে থাকতে। প্রয়োজনে কাঁধে হাত রেখে বুঝাতে হবে। প্যাভলভের সাপেক্ষীকরণ মতবাদ অনুযায়ী ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত করতে হবে।
- শ্রেণিভেদে পাঠ্যবিষয় অনুযায়ী এমন মজাদার গল্প (জোকস) বলতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর না হেসে পারবে না।
- কিছু বিষয় আছে যেগুলিকে নিমোনিক দিয়ে মনে রাখানো যায়। যেমন আসল রং ৩টি মনে রাখতে 'আসল' (আ-আসমানী, স=সবুজ, ল=লাল) শব্দটি। রংধনুর সাত রং মনে রাখতে 'বেনীআসহকলা' (বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল)
- মাধ্যমিক পর্যায়ে এসে কিছু প্রশ্নোত্তর রসাত্মক ভাবে দেয়া যেতে পারে। যেমন:

১. গণভবন - বঙ্গভবন মনে রাখার সমস্যা। বলা যেতে পারে যেহেতু প্রধানমন্ত্রী গণমানুষের ভোটে নির্বাচিত তিনি গণভবনে আর রাষ্ট্রপতি বঙ্গভবনে থাকবেন।
২. লালখান-লালপুর সমস্যা। বলা যায়, যেহেতু খান সাহেবের জায়গা জমি বেশি সুতরাং সিলেটের লালখানে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত হয়। আর লালপুর (Poor) গরীব হেতু নাটোরের লালপুরে সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাত।
৩. শিখা অনির্বাণ-শিখা চিরন্তন সমস্যা। বলা যায়, অনির্বাণ শব্দটি একটু কঠিন; আর বাংলাদেশে কঠিন নিয়ম-কানুন মানে সেনাবাহিনী; সুতরাং শিখা অনির্বাণ ভাস্কর্যটি সেনানিবাসে আর শিখা চিরন্তন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে।

- কিছু বিষয় আসে সম্পূর্ণ গল্পাকারে তুলে ধরা যায়। যেমন : গ্রামে অনেক সময় বাচ্চাদের ঝগড়া নিয়ে বয়স্করা মারামারি করে; তেমনি ১ম বিশ্বযুদ্ধে অস্ট্রিয়া - সার্বিয়ার ইস্যু নিয়ে জার্মানি ও মিত্রশক্তির মারামারি তুলনা করা যায়। অবশ্য এটা উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ।
- মুখস্থ করা মানে দানবের সাথে যুদ্ধ করা। এক্ষেত্রে কবিতার তালে তালে অনেক কিছু শেখানো যায়। যেমন আন্তর্জাতিক তারিখ নিয়ে একটা কবিতার ১ম দু'লাইন:-

"লড়াই হলো মাতৃভাষার ২১ ফেব্রুয়ারি
মার্চে আসে বর্ণবাদবিরোধী কমন (Commonwealth) কয়েক নারী"

চাই এক আনন্দঘন বিদ্যালয়

বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবুল ফজল বলেছেন "শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতির প্রাণশক্তি তৈরির কারখানা"। সুতরাং এই বিদ্যালয়ের পরিবেশ এমন হতে হবে যাতে বিদ্যালয় হতে আসার পর পরদিন যাওয়ার অপেক্ষায় থাকে শিক্ষার্থীরা। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে থাকতে হবে মানসম্মত খেলার মাঠ ও পর্যাপ্ত খেলাধুলার সামগ্রী। থাকতে হবে পর্যাপ্ত শিক্ষাপোকরণ, সহশিক্ষা কার্যক্রম, শিশুতোষ সাহিত্য ও লাইব্রেরী। কোলাহলমুক্ত পরিবেশ আর আঙিনায় থাকতে হবে রঙ বেরঙের বাহারি ফুলের বাগান। আনন্দভ্রমণ, শিক্ষা সফর, কবিতা, গান, নৃত্য, অভিনয় নানা ধরনের প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে ভূমিকা রাখবে। শারীরিক প্রতিবন্ধী, টোকাই ও সুযোগ বঞ্চিতদের জন্য আলাদা শিখন সামগ্রী থাকবে। পুরো বিদ্যালয়টি হবে জ্ঞানের সাম্রাজ্য। এক্ষেত্রে কিছু বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হবে। যেমন-

১. যেহেতু আমাদের দেশে জাত শিক্ষক কম। ঠেকে গিয়ে শিক্ষকতায় আসে। তাই সাবেক মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি 'শিক্ষার্থী রিসোর্স প্যানেল' গঠন করা: যাতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় স্কুলে সময় দিয়ে প্রতিভার বিকাশ ঘটাবে তারা। উচ্চ শ্রেণির ছাত্রদের দিয়েও ক্লাস নেয়া যায়; অনেকক্ষেত্রে তা শিক্ষকদের চেয়েও ভালো হতে পারে। কেননা অনেক শিক্ষার্থীদের মিনি পার্লামেন্ট বির্তক শুনে ঝানু সাংসদ-মন্ত্রীরাও মুগ্ধ।
২. গবেষণায় দেখা গেছে শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার অন্যতম কারণ হলো আগ্রহ হারিয়ে ফেলা এক্ষেত্রে শিক্ষকদের একটি টিম ঐ শিক্ষার্থীর বাড়িতে সফর দিতে পারে।
৩. 'মা সমাবেশ' করে মতামত গ্রহণ করা।
৪. কোন শিক্ষার্থীর প্রতি যাতে নেতিবাচক আচরণ করা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। দৈনিক পত্রিকায় এমনও রিপোর্ট এসেছে যে শিক্ষকের আচরণের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে বিদ্যালয়ের বাইরে শিক্ষককে প্রহার করেছে শিক্ষার্থীরা।
৫. শ্রেণি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এমন নৈপূণ্য দেখাতে হবে যাতে তাদের মন কেড়ে নেয়; মনে হয় যেন বাড়িতেই আছে।
৬. শিক্ষা উপকরণের ক্ষেত্রে আপডেট প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ শর্ত। ভিডিও, স্লাইড, অডিও কিংবা মডেল উপকরণ (যেমন তাজমহল, পিরামিড এসবের মডেল) নূন্যতম ছবি হলেও পাঠ সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।

আলোচনার সিঁড়ি পাড়ি দিয়ে তটের সিঁড়িতে এসে অকুণ্ঠ চিত্তে বলতে পারি যে, শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতিকে আনন্দময় করে তুলতে শিক্ষক, বিদ্যালয়, শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষাপোকরণের সাথে অভিভাবকের ও কিছু দায় থেকে যায়। অনেক অভিভাবককে দেখা যায় শিশুদের খেলাধুলার সুযোগ দেয় না। তাদের ধারণা খেলাধুলা করে লাভ কি? তার চেয়ে পড়ালেখা করলে রেজাল্ট ভালো হবে। রেজাল্ট ভালো করানোর জন্য দাড়ি কমা সহ মুখস্থ করতেও চাপ দেয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে "তোমাকে এ রচনার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত লিখে দিতে হবে, না হলে তোমার আজ খাওয়া বন্ধ।" এসব না করে শিশু মনোবিজ্ঞান অনুযায়ীই শিশুদের শেখাতে হবে। শিক্ষা কার্যক্রম কিংবা মানুষ গড়ে তোলা চাট্টিখানি কথা নয়।

তাইতো কবি বলেন -

"ধূসর মরুর উষর বুকে
বিশাল যদি শহর গড়,
একটি জীবন সফল করা
তার চাইতে অনেক বড়।" ■

EDGE EDUCATION